মুহম্মদ (সঃ) এর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিকার সাক্ষাৎকার

পাঠ পুর্বক ঘোষণা

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কারনে দিনে দিনে ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী। বিশেষ করে টেলিযোগাযোগ ও আর্ন্তজালের মাধ্যমে বলতে গেলে গোটা পৃথিবী এখন হাতের মুঠোয়। হাতের আঙ্গুলের সামান্য একটি টোকায় সারা বিশ্ব এখন উম্মোচিত হয়ে যায় চোখের পলকে। বিশ্বের কোথায়, কখন, কি প্রচারিত হচ্ছে তা অতি সহজে দেখা যায় টেলিভিশনে, আর্ন্তজালে, শোনা যায় রেডিও বা টেলিফোনে।

বেশ কিছু আাগে একটি 'আর্ন্তজাল ক্ষেত্রে' প্রচারিত হয়েছে ইসলামের পথ প্রদর্শক ও পৃথিবীর শেষ নবী মুহম্মদ (সঃ) এর সবচেয়ে মুহব্বতের স্ত্রী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা'র একটি ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার। অবশ্যই কল্পনা প্রসুত। লেখক (সাক্ষাৎকার গ্রহনকারী) তার এই লেখাটি লিখতে সত্য ঘটনার আলোকে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। অর্থাৎ ইতিহাসের কঙ্কালের উপর লেখক কল্পনারূপে মাংসের প্রলেপ দিয়ে ধর্মরাজ্যে ঘটে যাওয়া কিছু বিষয়কে বোধগম্য উপায়ে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন মাত্র। তবে সাক্ষাৎকারটি পড়ে বোঝা যায় তথ্য ও যুক্তি সংগ্রহে তিনি (লেখক) অনেক পড়েছেন এবং গবেষনা করেছেন। স্থুল জ্ঞান সম্পন্ন কোন সাধারণ পাঠক সহজেই উক্ত লেখাটি 'হজম' করতে পারবেন না। বিশেষত যে সকল ব্যক্তির সঠিক ধর্ম জ্ঞান নেই, সঠিক তর্জমা ও ব্যখ্যা সহ কখনো কোরআন, হাদিস পড়েননি এবং সাধারন বিজ্ঞান অথবা জ্যোর্তিবিজ্ঞান সম্পর্কে একেবারে জ্ঞানশুন্য সেধরনের পাঠকের মগজে এই সাক্ষাৎকারের বিন্দুমাত্র অংশ প্রবেশ করবেনা। যারা মনে করেন 'যতই পাপী-তাপি হোকনা কেন তবুও এক পর্যায়ে সকল মুসলমানের জন্যে আল্লাহ্ বেহস্ত বরাদ্দ করে রেখেছেন, কিন্তু একজন অমুসলমান তার জীবদ্দশায় যতই সত্যবাদী, পরোপকারী এবং পরিক্ষীত সৎ থাকুকনা কেন তার জন্যে আল্লাহ্ অবশ্যই দোযখ বরাদ্দ করে রেখেছেন' এশ্রেনীর পাঠকরা দয়া করে উক্ত সাক্ষাৎকারটি পড়বেন না। কারণ সাক্ষাৎকারটি পড়ে বরং তাদের ঐ স্থুল মগজে শুধু উত্তেজনা সৃষ্ঠি হবে এবং দেহে খুনের চাপ (ব্লাড প্রেসার) বাড়বে। করজোড়ে পুনরায় অনুরোধ রইলো 'খুনি মস্তিষ্কে'র সেই শ্রেনীর পাঠকরা যেন উক্ত সাক্ষাৎকারটি না পড়েন।

শুধুমাত্র আমাদের বিদগ্ধ ও জ্ঞানী পাঠকদের জন্যেই আমরা অন্যস্থান থেকে ধার করে আনা গবেষনালব্দ ও জ্ঞানগর্ভ উক্ত সাক্ষাৎকারটি পরিবেশন করলাম। আশা করি পড়ে তারা উপভোগ করবেন। ধন্যবাদ।

সাক্ষাৎকারটি পড়তে এখানে টোকা মারুন

--- প্রধান সম্পাদক